দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 07.1999 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

52

এইচএসসি পরীক্ষা

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা

যশোর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবারও এইচএসসি পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় ফললাভ করেছে। মেধাতালিকায় কলেজটিতে এবার ১২ জন স্থান লাভ করেছে। এছাড়া যশোর শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার যেখানে মাত্র ৪২ দশমিক ৭৩, সেখানে ক্যান্টনমেন্ট কলেজের হার ৮৭ দশমিক ৭৮।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগের সফলতা বেশি। মেধাতালিকার ১০ জনই এসেছে এখান থেকে। ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৯ম, ১২তম, ১৫তম, ১৭তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৭ম ও ৮ম স্থান লাভ করেছে বাণিজ্য বিভাগ থেকে। মোঃ রবিউল আউয়াল বাণিজ্য বিভাগে ২য় স্থান লাভ করেছে, মুনতাসির ওয়াহিদ ৪র্থ, আবদুল্লাহ আল মামুন ৫ম, মোঃ শাহাজুল ইসলাম ৭ম, শামীমা নাসরিন বাণিজ্য বিভাগে মেয়েদের মধ্যে ৭ম, সারজিনা শাপলা মেয়েদের মধ্যে ৮ম স্থান দখল করেছে।

বিজ্ঞান বিভাগের মেধাতালিকায় নবম স্থান লাভ করেছে ইজারাদার সাব্বির হোসেন। মানবিক বিভাগের মেধা তালিকায় ১৮তম স্থানটি পেয়েছে রওশন আরা আক্তার।

এ কলেজ থেকে এবার ৭১১ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাস করেছে ৬১৯ জন। এর মধ্যে ৫৩ জন স্টারমার্কসহ প্রথম বিভাগে, ৩২২ জন প্রথম বিভাগে, ২২৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১০ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে।

গত বছর ('৯৮) এ কলেজ থেকে অবশ্য ২১ জন মেধাতালিকায় তাদের স্থান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পাসের হার ছিল যশোর বোর্ডে ৩৯ দশমিক ৩১ আর কলেজের ৮২ দশমিক ৪৮। '৯৭ সালে মেধাতালিকায় স্থান দখল করেছিল ১৬ জন। সেবার কলেজে পাসের হার ছিল ৬৮ দশমিক ২৭। আর যশোর বোর্ডে ছিল ৩২ দশমিক ৫৯।

সার্বিক তুলনায় চলতি বছর কলেজে পাসের হার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা বেশি হলেও মেধা তালিকায় স্থান লাভ আশানুরূপ নয়। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ জানান, মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার মেধাতালিকা প্রত্যাশিত নয়। তার ধারণা– গণিত ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে লেটারের সংখ্যা কম হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকজন অভিভাবক বলেছেন, ওই দু'টি বিষয়ের উত্তরপত্র অবমূল্যায়িত হয়েছে। অধ্যক্ষ অবশ্য ওই দু'টি বিষয়ের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার দাবি করেছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান প্রতিবেদককে বলেছেন, কলেজটি রাজনীতিমুক্ত। কোনদিন একটি ক্লাসও নষ্ট হয় না। এছাড়া নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ ও মেধাতালিকা অনুযায়ী ফল প্রকাশ করা হয়। এতে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ভাল ফল করার ক্ষেত্রে এগুলো উল্লেখযোগ্য দিক।

বিএএফ শাহীন কলেজ

যশোর বিএএফ শাহীন কলেজ থেকে মানবিকে সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১০ম স্থান এবং মেয়েদের মধ্যে ৭ম স্থান লাভ করেছে ফরিদা খাতুন। এছাড়া শারমিনা রহমান বিজ্ঞান শাখায় ৭ম স্থান দখল করেছে।

সৈয়দপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ থেকে এবারে এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন সম্মিলিত মেধাতালিকায় কে এম এহ্সান ১৪তম স্থান লাভ করেছে। সে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৯শ' ১৮ নম্বর পেয়েছে।

এহ্সান ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। তিন ভাই- বোনের মধ্যে সে সবার বড়। তার বাবা আবদুল খালেক খান সৈয়দপুর সেনানিবাসের ই এম ই সেন্টার স্কুলের বেসরকারি প্রশিক্ষক। ফারহানা ইসরাত জাহান মৌসুমী একই শিক্ষা বোর্ড ও প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে ৯ম হয়েছে। সে ৩টি বিষয়ে লেটারসহ ৮শ' ৬৭ নম্বর পেয়েছে। সেও ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়।

সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ তালেবুল ইসলাম সরকার ও আদর্শ গৃহিণী আকতার বানুর ৩ সন্তানের মধ্যে মৌসুমী দ্বিতীয়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

এছাড়া বাণিজ্য বিভাগে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বোর্ডের অধীন সামিনা গ্লোরী ১৯তম স্থান লাভ করেছে। সে দু'টি বিষয়ে লেটারসহ ৭শ' ৬২ নম্বর পেয়েছে। সে ভবিষ্যতে ব্যবসা প্রশাসনে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে চায়।

গ্লোরী মরহুম দেরাজ উদ্দিনের কন্যা। সে তার বড় বোন শিক্ষিকা সেলিনা খাতুনের বাড়িতে থেকে লেখা পড়া করছে।